তারিখ ...২/৮/৯১...
পৃষ্ঠা... ৫ ...কলাম... ৬ ...

22

দৈনিক খবর

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে আবেদন

আমরা শরিয়তপুর জেলার নারিয়া উপজেলার ঋপশা ইউনিয়নের বাসিন্দা। অতীব দুঃখের সাথে লিখতে হচ্ছে যে, বিগত কয়েক বৎসর আগে এই ইউনিয়নে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা হয় যাহার নাম "শহীদ আব্দুস ছামাদ উচ্চ বিদ্যালয়" ও তার সাথে একটি মাদ্রাসা আছে যাহার নাম "একান্দল আহাদিয়া স্বতন্ত্র এবতেদাই মাদ্রাসা।" এই দুই প্রতিষ্ঠান নিয়ে বহুদিন ধরে চলছে দুর্নীতি যেমন- স্কুলের নামে ঢেউটিন বরাদ্দ করে তাহা কালো বাজারে বিক্রয় করা এবং খয়রাতি সাহায্যের টাকা কমিটির লোকজনদের মধ্যে ভাগাভাগি করা। স্কুলটি সরকারীকরণের জন্য বহু আবেদন করেও অনুমোদন পাওয়া যায়নি। স্কুলটির নামে ১০০ (একশত) বান্ডিল টিন বরাদ্দ করা হয়। তাহা হইতে ১৭ (সতের) বান্ডিল ঢেউটিন দিয়ে স্কুল তৈরী করা হয়, বাকি টিনগুলো গেল কোথায়? ইহার হিসাব কে দিবে? স্কুলের মাস্টারদের বেতন চালানো এবং স্কুলটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়া পড়িয়াছে। ৩০০ জন ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। মাদ্রাসা নামেমাত্র, মাদ্রাসায় কোন শিক্ষক নেই, খোঁজ-খবর নিলে দেখা যাবে, ভুয়া শিক্ষক নিয়োগ করে মাদ্রাসার (সরকারী) টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। ইহার কি কোন প্রতিকার হবে না? তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং ডিসি সাহেবের নিকট এলাকাবাসীর পক্ষ হইতে নিবেদন করিতেছি যে, একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে এই দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাঁচান এবং গরীব ছেলেমেয়ে (ছাত্র-ছাত্রী)দের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করুন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করবেন।

মোঃ দেলোয়ার হাসান
সহ-সভাপতি
শরিয়তপুর জেলা ছাত্র ও যুব কল্যাণ সংস্থা
২৬ নং টাউন হল
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।